দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করলেন দিলারা রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান এর আগে তিনি গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলার স্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক সহ এলাকাবাসী দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শুভকামনা করেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুর্বৃত্তদের গাছের সঙ্গে শত্রুতা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার হাওয়াখালী এলাকায় দুর্ব্ত্তৃ কর্তৃক শতাধিক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে ভেড়ামারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে গাছের মালিক। ভেড়ামারা বিলশুকা এলাকার মৃত কিতাব আলী প্রামানিকের ছেলে আবু বক্কার সিদ্দিকের লিখিত অভিযোগ ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা-মাদিয়া সড়কের হাওখালি আখ সেন্টারের দক্ষিণ পাশে গতকাল মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা শতাধিক আম, লিচু ও মেহেগুনি গাছ কর্তন করেছে।

এছাড়াও সবজীর বাগানে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত করেছে। এত প্রায় ১ লাখ টাকা ক্ষতি সাধিত করেছে।

এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

আলমডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রদল ও বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের মাঝে জেলা ছাত্রদল সাহারবাটি ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি কাথুলী ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সার্বিক সহযোগীতায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় বাংলাদেশ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনে থাকা ২২০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরে সকাল ৭ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য প্রদান করা হয়। উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ

সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, যুবদল নেতা আক্তারুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আক্তাজ্জামান, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর, হাসানুজ্জামান, সাহেব আলী সেন্টু, সাবেক ছাত্রদল নেতা আক্তারুজ্জামান লাভলু, কামরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, সালাউদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, যুগ্ম আহবায়ক নাসিম খাদ্য বিতরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে

পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা

কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা। এ নিয়ে সোমবার বিকালে একটি জরুরী বৈঠক করেন জেলার বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি-সম্পাদকরা। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান, “দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১০ তারিখে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয় সরকার। এজন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে মালামাল ক্রয় করেছে। এমন অবস্থায় হটাৎ করে আবার আমাদের সাথে আলোচনা না করে বন্ধ ঘোষণা করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

জেলার প্রায় ১৫ হাজার মালিক কর্মচারি এতে বিপাকে পড়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিয়ে বেশ চিন্তাই পড়েছে দোকান মালিকরা। এসময় হয়তো কেউ কেউ গোপনে ব্যবসা করতে পারে। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য

অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের

খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার

সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।